ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৪৪০
আগরতলা, ০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

সড়ক সুরক্ষা সচেতনতা অভিযান শীর্ষক আলোচনাচক্রে মুখ্যমন্ত্রী
সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে সরকার বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সড়ক দুর্ঘটনা রোধে প্রতিটি বাড়ি থেকে সচেতনতা তৈরী করার জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, উপর থেকে নীচ পর্যন্ত এই সচেতনতা তৈরী হলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকটাই হ্রাস পাবে। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে রাজ্য সরকারও বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে পরিবহণ দপ্তর আয়োজিত 'সড়ক সুরক্ষা সচেতনতা অভিযান' শীর্ষক এক আলোচনাচক্রে প্রধান অতিথির ভাষণে এই আহ্বান জানান। আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। প্রদ্বীপ জ্বেলে এই আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, জীবন এক অমূল্য সম্পদ। একবার জীবনহানি হলে সেই জীবন ফিরে আসে না। তাই সড়ক সুরক্ষায় সর্বাগ্রে চাই জনসচেতনতা। এর বিকল্পও নেই। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পথ দুর্ঘটনা রোধে প্রত্যেক মা-বাবার উচিত ঘর থেকেই ছেলে মেয়েদের সচেতন করে তোলা। প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকেও এবিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করতে হবে। তিনি বলেন, পূর্বতন সরকার সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে সঠিক কোন পদক্ষেপ নেয়নি। যার জন্য আজ আমাদের ভুগতে হচ্ছে। বর্তমান রাজ্য সরকার সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে এক বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যে বেপোরোয়া ভাবে গাড়ি চালানোর জন্য ৮০ শতাংশ পথ দুর্ঘটনা ঘটে। কিছু দুর্ঘটনা ঘটে রাস্তার করণে। এজন্য আরক্ষা, পরিবহণ, পূর্ত, ট্রাফিক ও স্বাস্থ্য দপ্তর একযোগে কাজ করছে। নতুন সরকার আসার পর প্রতিটি দপ্তরকে ১০০ দিনের কাজ দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল পূর্ত ও পরিবহণ দপ্তরকে। ইতিমধ্যে অনেকগুলি কাজ হয়েছে। আরো কাজ চলছে। উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে চলাকদের সচেতন করতে। উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ট্রাফিকবিধি, ওভার টেকিং এবং হেলমেট ব্যবহারের বিষয়ে প্রত্যেককে আরও সচেতন করতে। পরিবহণ দপ্তর প্রথমেই দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা চিহ্নিতকরণের কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার পথ দুর্ঘটনা রোধে সড়ক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। আগরতলা-সাব্রুম রাস্তার কাজ প্রায় শেষের পথে। ২০১৪ সালের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতীয় সড়কগুলিকে ৪ লেন-৬ লেনে উন্নীত করার প্রয়াস নিয়েছেন। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় এ রাজ্যে প্রায় ১০ হাজার কিলোমিটার পাকা রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। তার সঙ্গে গ্রামীণ রাস্তাগুলোকে রাজ্য ও জাতীয় সড়কের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ অর্থনীতির বড় স্তম্ভ হল উন্নত সড়ক ব্যবস্থা।

*****২য় পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পরিবহণ দপ্তর ১ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পক্ষকালব্যাপী সড়ক সুরক্ষার যে অভিযান শুরু করেছে তা রাজ্যের সকল স্তরের জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে সড়ক সুরক্ষা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অবহিত করতে হবে। সংবাদপত্র, বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যম ও সোশাল মিডিয়াতে সড়ক সুরক্ষা ও ট্রাফিকবিধির বিষয়েও আলোকপাত করতে হবে।

স্বাগত ভাষণে পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিব এল এইচ ডার্লং বলেন, সাবধানের মার নেই। দপ্তর রাজ্যের ৮টি জেলা, ২৩টি মহকুমা ও ৫৮টি ব্লক এলাকায় জনসচেতনতা গড়ে তুলতে বিশেষ অভিযান চালাবে। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীগণ জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা, ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান দীপক মজুমদার, রাজ্য আরক্ষা বাহিনীর মহানির্দেশক অখিল কুমার শুক্লা সহ গাড়ি চালকগণ, পরিবহণ কর্মী, বিভিন্ন বাহিনীর জওয়ানগণ ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনাচক্রের পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পতাকা নেড়ে রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গণ থেকে এক র‍্যালীর সূচনা করেন। এই র‍্যালীর পুরোভাগে মুখ্যমন্ত্রী বিল্পব কুমার দেব, পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, মেয়র প্রফুল্লজিৎ সিনহা, রাজ্য পুলিশের ডি জি এ কে শুক্লা, টি আর টি সি'র চেয়ারম্যান দীপক মজুমদার, পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিব এল এইচ ডার্লং ছাড়াও সি আর পি এফ, টি এস আর, আসাম রাইফেলস এর জওয়ানগণ এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও গাড়িচালকগণ অংশ নেন। এই র‍্যালী শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা শেষে পুনরায় রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়।

****